দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...NOV. 0.6 2006 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7 ....

ঢাবি'র ভর্তি ফরম অবৈধভাবে বিক্রির সাথে জড়িতরা ধরা পড়েছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাব
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফরম অবৈধভাবে বিক্রি
সিন্ডিকেট ধরা পড়েছে। কয়েকশ' ভর্তি ফর
নিয়ে পালানোর সময় গতকাল (রোববার
বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকদে
হাতে ধরা পড়ে। এ ঘটনায় জড়িত ৩ জনকে পুলি
দেয়া হয়েছে। এ সিন্ডিকেটের সঙ্গে টিএসসি
অবস্থিত জনতা ব্যাংকের কিছু কর্মকার্তার সংশ্লিষ্ট
রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে
ভর্তি ফরম বিক্রির দ্বিতীয় দিনে গতকা
টিএসসিতে অবস্থিত জনতা ব্যাংকে সকা
থেকেই শিক্ষার্থীদের উপচেপড়া ভিড় লক্ষ
করা গেছে। বিকালে ভিড় কিছুটা কে
আসলে 'ইউ' আদ্যাক্ষরের এক কোচি
সেন্টারের দুই কর্মকর্তা ফরম কেনার জ
আসে। কাউন্টার থেকে একজন শিক্ষার্থীে
নিজস্ব ফরম ক্রয় করার নিয়ম থাকলে
ব্যাংকের একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা
সহায়তায় তারা অবৈধভাবে কয়েকশ' ফর
ক্রয় করে পালানোর সময় সাংবাদি
সমিতির সদস্যদের হাতে ধরা পড়েন
প্রাথমিকভাবে ফেনী ব্রাঞ্চের কর্মকত
শাফায়তের কাছে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করে
চাইলে সে অপারগতা প্রকাশ করে। এ সম
তারা সাংবাদিকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূল
আচরণ করে। শওকত ব্যাংকের ভেতে
থাকা কোচিংয়ের জিএম শওকতের কাে
ব্যাগটি হস্তান্তর করে। শওকত ব্যাগ
ব্যাংক কাউন্টারে জমা দিয়ে পালাতে চাইে
সাংবাদিকরা আটক করে বিশ্ববিদ্যালয়ে
প্রক্টরকে খবর দেয়। এ ফাঁকে ব্যাংকে
ভেতর থেকে ফরম ভর্তি ব্যাগটি উধাও হে
যায়। এসময় ব্যাংকের ভেতর থেকে ৩৭
ফরমসহ মোঃ সেলিম নামে আরেকজনে
আটক করে সাংবাদিকরা। তেজগাঁ
কলেজের অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র হিসেবে
নিজেকে পরিচয় দিয়ে বন্ধুদের ফরম ক্রয়ে
কথা জানায় সে। পরে প্রক্টর প্রফেসর আ ব
ফিরোজ আহমেদ ঘটনাস্থলে এসে পুলিশে
খবর দেয় এবং সিন্ডিকেটের সত্যতা দে
আটকৃতদের পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

এদিকে নানাভাবে চেষ্টা করেও ফরম ভ
ব্যাগটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অতীতে
ঢাবির ভর্তি ফরম বিক্রি সিন্ডিকেট সম্পে
অভিযোগ উঠলে টিএসসিতে অবস্থিত জনত
ব্যাংক তা অস্বীকার করেছিল। কিন্তু গতকা
হাতেনাতে ধরা পড়ায় উক্ত শাখায় ফর
বিক্রির স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন আরো ঘনীভূত হে
উঠেছে। এ ব্যাপারে শাখা অফিসার কে এ
মালেকুজ্জামান বলেন, বিষয়টি যত দ্রু
সম্ভব আলোচনা করে অভিযুক্তদের বিরুে
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে
প্রক্টর প্রফেসর আ কা ফিরোজ আহম
বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়াকে
কলুষমুক্ত করা আমাদের প্রাথমিক কাজ
ভর্তি ফরম বিক্রির সিন্ডিটের বিরুদ্ধে সর্বো
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এদিকে ফরম জমা নেয়ার সময়েও আরেক
প্রক্রিয় সিন্ডিকেট রয়েছে বলে জানা গেছে
তারা বখরা খেয়ে বিভিন্ন কোচিংয়ের শত শ
ফরম একসঙ্গে জমা নেয়ার ব্যবস্থা করেন।